কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক: **শুভেন্দু সামন্ত, বিচারপতি।**

ইলোরা সাধুখান বনাম. সুভাষ কুমার দাস

সি আর আর - 2018 সালের 303, 13/12/2022-এ বিচারে নিষ্পন্ন

ফৌজদারি কার্যবিধি (1974 সালের 2 নং), ধারা ৪৮২- মামলা খারিজ - অভিযুক্তরা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই অভিযোগকারীকে প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিল এবং বেশ কয়েকটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল-উক্ত মামলায় এই অভিযোগ এমন কোনও পর্যায়ের অধীনে পড়ে না যার ভিত্তিতে হাইকোর্ট ৪৮২ ধারায় তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অধীনে হস্তক্ষেপ করতে পারে-মামলা খারিজ করা হচ্ছে না। (অনুচ্ছেদ নং 11,12)

উদ্‌ধৃত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**

এ আই আর 1990 এসসি 494:1990 ক্রিমিনাল এলজে 320 (এসসি) অনুচ্ছেদ নং (9)

আইনজীবীদের নাম

বাদীপক্ষে অভিজিৎ চক্রবর্তী, শঙ্খ শুভ্র দত্ত; প্রতিবাদী পক্ষে গুঞ্জন শাহ, শ্রেয়া আগরওয়াল, নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, প্রতীক বোস।

1. আদেশঃ- এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে মামলা খারিজ করার জন্য একটি আবেদ্‌ন যার সংখ্যা 2016 সালের 31 নং আইপিসি-র ৪৩০/৫০৬/৩৪ ধারায় অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিধান নগর 24 পরগনা (উত্তর)-এর কাছে বিচারাধীন।

2. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যটি হল যে বিবাদী নং১ বর্তমান বাদিগণ এবং জনৈকা শ্রীমতীর ভারতী সাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেএর কাছে আই পি সির ৪৩০/৫০৬/৩৪ ধারায় অভিযোগের আবেদন দায়ের করেন। জনৈকা ভারতী সাহা ওরফে অনুভারতী সান্যাল যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে তিনিই বর্তমান বাড়ীর দখলদার এবং বর্তমান আবেদনকারীরা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই এবং বেশকিছু ঝুটঝামেলা করে তাঁকে উক্ত বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিলেন।

3. এই উদ্দেশ্যে বর্তমান বাদী বাড়ীর যে অংশে বিরোধি পক্ষ নং ১ থাকেন তার জল সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন। বিরোধী পক্ষ নং ১ প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে যোগাযোগ করেছেন কিন্তু আবেদনকারী জলের সংযোগ বা বিদ্যুৎ সংযোগ দেননি যার জন্য তিনি বর্তমান বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

4. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতে এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে শ্রীমতি ভারতী সাহা ওরফে অনুভারতী সান্যাল বিবাদী নং১এর মা এবং শ্রীমতি ভারতী সাহা ওরফে অনুভারতী সান্যাল বিতর্কিত বাড়ির বৈধ মালিক ছিলেন, কিন্তু বর্তমান বিরোধী পক্ষ নং১-এর কাছে উক্ত বাড়িতে বসবাসের জন্য কোনও বৈধ নথি নেই যার পরিবর্তে তিনি কোনও বৈধ নথি ছাড়াই সেখানে বলপূর্বক বসবাস করছেন।বিরোধী মিথ্যা এবং তুচ্ছ ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেছেন।অভিযোগকারীর জেরার সময় ভারতী সাহা মারা গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মিথ্যা বলেছিলেন যে শ্রীমতী ভারতী সাহা বেঁচে ছিলেন।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অভিযোগের আবেদনটি কোনও অপরাধ নয়, তাই এটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

বর্তমান বাদীর আরও যুক্তি হল যে জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগের আবেদনে কোনও নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় দেওয়া হয়নি।তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই ধরনের কোনও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।ভারতী সাহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল তোলার জন্য মোটরের সুইচটি ভারতী সাহার ঘরের ভিতরে থাকায় ভারতী সাহার হাসপাতালে ভর্তির কারণে ঘরটি তালাবন্ধ ছিল, তাই ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল তোলা হয়নি।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে একটি দেওয়ানি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।বিরোধী পক্ষ নং১ শুধুমাত্র বর্তমান বাদীকে হয়রানি করার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বর্তমান ফৌজদারি মামলাটি দায়ের করেছেন।

5. বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতে পেশ করেছেন যে বর্তমান বাদী বিচারাধীন বাড়িতে বিরোধী পক্ষ নং১ এর শান্তিপূর্ণ জীবনে বেশ কিছু অশান্তি সৃষ্টি করেছেন।বিরোধী পক্ষ নং১ আইনসম্মতভাবে বাড়িটির বৈধ দখলদার কিন্তু বাদীর কাছে কোনও বৈধ নথি বা মালিকানা নেই।বাদীপক্ষ ভাল করেই জানেন যে তারা যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় বিপরীত পক্ষ নং১-কে উচ্ছেদ করতে পারবেন না। তাই তারা অবৈধ উপায় গ্রহণ করেছিলেন যাতে বিরোধী পক্ষ নং১ জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই অপরাধের বিষয়টি আমলে নিয়েছেন এবং বর্তমান বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছে।অভিযোগকারীর মৌখিক জেরাও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল।তাই এই মুহূর্তে ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করা যাবে না।

6. শুনানির পর বিজ্ঞ আইনজীবী নথিভুক্ত উপকরণগুলি দেখেছেন।

7. আমি অভিযোগপত্র এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশনামা খতিয়ে দেখেছি।

8. প্রতীয়মান হচ্ছে যে বিরোধীপক্ষ নং১ দ্বারা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগের কিছু অংশ সম্পর্কে এই আদালতে বর্তমান পিটিশনে কিছু অসঙ্গতি উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আদালত এই পর্যায়ে ফৌজদারি মামলায় হস্তক্ষেপ করতে পারে কিনা তা আমাকে বিবেচনা করতে হবে।

9. ধনলক্ষ্মী বনাম প্রসন্ন কুমার এ. আই. আর. 1990 সুপ্রিম কোর্ট 494-এ সুপ্রিম কোর্ট যে পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট একটি অভিযোগ মামলা খারিজ করার জন্য তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করেছেন।ধনলক্ষ্মী বনাম প্রসন্ন কুমার এ. আই. আর 1990 সুপ্রিম কোর্ট 494 মামলায় (উপরে উল্লিখিত) মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছেন যেঃ "অভিযোগের ভিত্তিতে বা কোনও মামলায়, মামলা খারিজ করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সেই ক্ষেত্রেই করা হয় যেখানে অভিযোগকারীর আচরণে কোনও অপরাধ প্রকাশ পায় না বা তা তুচ্ছ, কলহপ্রবণ, বা আনুমানিক।

অভিযোগপত্রে বর্ণিত অভিযোগগুলি যদি সেই প্রকারের অপরাধ না হয়ে থাকে যা ম্যাজিস্ট্রেট আমলে গ্রহণ করেছেন, তবে তা হাইকোর্ট 482 ধারায় বাতিল করতে পারে। যাইহোক, বিচারের আগে মামলার চুলচেরা বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন যে মামলাটিতে কেউ দোষী সাব্যস্ত হবে কিনা।
অভিযোগটি পড়তে হবে স্থির হয়েছে।অভিযোগগুলি বিবেচনা করে, অভিযোগকারীর শপথ করা বিবৃতির আলোকে যদি দেখা যায় যে অভিযোগে অপরাধের উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে অভিযোগটি দুরভিসন্ধিপ্রসূত, তুচ্ছ বা কলহপ্রবণ নয়, সে ক্ষেত্রে তাতে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের কোনও যৌক্তিকতা থাকছে না।

10. মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এবং মহামান্য হাইকোর্টের বিভিন্ন এক্তিয়ারের সুবাদে আমার মতে ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হওয়া ফৌজদারি মামলায় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত।হাইকোর্ট যে সব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে তা নিম্নরূপঃ

(i) যখন অভিযোগটিতে কোনও প্রাথমিক অপরাধের ঘটনা প্রকাশ পায় না।

(ii) যখন অভিযোগটি তুচ্ছ, কলহপ্রবণ, বা নিপীড়নমূলক হয়।

(iii) যখন অভিযোগটি কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত এবং তির্যক উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়।

(iv) যখন অভিযোগের বিষয়াদির প্রতিকার দেওয়ানি এক্তিয়ারে সম্ভব অর্থাৎ বাদপত্রের অভিযোগগুলি দেওয়ানি প্রকৃতির।

(v) যখন ফৌজদারি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়াটা আদালতের অপব্যবহার হবে।

(vi) যখন অভিযোগটি সাময়িক ভাবে বলবৎ কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ।

11. . মামলার যাবতীয় রেকর্ড বিবেচনা করে এবং বাদপত্রের আবেদন বিবেচনা করে আমা্র মনে হয়েছে যে বাদীগন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন।তারা ফৌজদারি কার্যবিধির 245 (2) ধারায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর একটি আবেদনও দায়ের করেছেন, যা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

12. যাবতীয় তথ্য এবং ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান ফৌজদারি মামলাটি এমন কোনও প্রকারের নয় যাতে ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারায় হাইকোর্ট তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

13. সুতরাং আমি ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না কারণ এটি সারবত্তাহীন।

14. সুতরাং ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা খারিজ করা হল।

15. বিচারাধীন সিআরএএন আবেদন, যদি থাকে, তাও চুকিয়ে দেওয়া হল।

16. এই পুনর্বিবেচনার আবেদন বিচারাধীন থাকাকালীন এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও স্থগিতাদেশও বাতিল করা হল।সি. আর. আর নিষ্পন্ন হল।

মামলাটি নিষ্পন্ন হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.